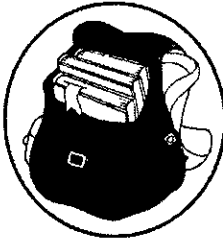


“স্কুলব্যাগ যেন মৃত্যুর কারণ না হয়”

সাদিয়া তাবাসসুম বৃষ্টি



বাংলাদেশের একটি নিউজপোর্টালে একটি মর্মান্তিক খবর পড়ে আতঙ্কিত হলাম। গত ৬ এপ্রিল সারিকা সিং নামের চার বছর বয়সী এক শিশুকন্যা ভারী স্কুলব্যাগের কারণে পাঁচতলার ব্যালকনি থেকে পড়ে যায় এবং তার জীবনের সমাপ্তি ঘটে সেখানেই। ভারতের মহারাষ্ট্রের নালাসোপারা ইস্টের অলকাপুর্নী এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটে। যদিও

ঘটনাটি আমাদের দেশের নয়, তবে এটা জানার পর যে কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষকে তা নাড়া না দিয়ে পারে না।

শিশুদের কাঁধে ভারী ব্যাগ দেওয়া উচিত নয়— এমন একটি সুন্দর

বাক্য আমরা মাঝে মাঝেই শুনতে পাই। এ বিষয়ে সরকারের মাথাব্যথাও কিছু কম নয়। তবে অবাক লাগে তখন যখন দেখি একটি শিশু পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ৬টি বই পড়ে এবং ষষ্ঠ শ্রেণি থেকেই বইয়ের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৩টিতে। আর বিভিন্ন বেসরকারি কিন্ডারগার্টেনের তো রীতিমত তুমুল প্রতিযোগিতা লেগে যায় বেশি বেশি বই পাঠ্য করার জন্য। তাতে করে একদিকে তাদের শিক্ষা নামক বাণিজ্যটি আরো প্রসারিত হয়, অন্যদিকে অভিভাবকদের খরচের মাত্রা বাড়ে।

বিশেষজ্ঞদের হিসাবে একটি শিশুর ওজনের শতকরা দশভাগ ওজন পর্যন্ত তাকে বহন করতে দেওয়া উচিত। তবে এই যুগে এসেও আমাদের দেশে এটা তেমন ভাবনার বিষয় হয়ে ওঠেনি। বিশ্বের অনেক উন্নত দেশে স্কুলব্যাগই নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ প্রযুক্তিনির্ভর তাদের পড়ালেখা। আমাদের দেশ বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অনেক কিছুই করছে। তবে ভারী স্কুলব্যাগ থেকে কবে মুক্তি পাবে আমাদের দেশের শিশুরা কে জানে।

জামালপুর